3.3.2.1 2018-19.1

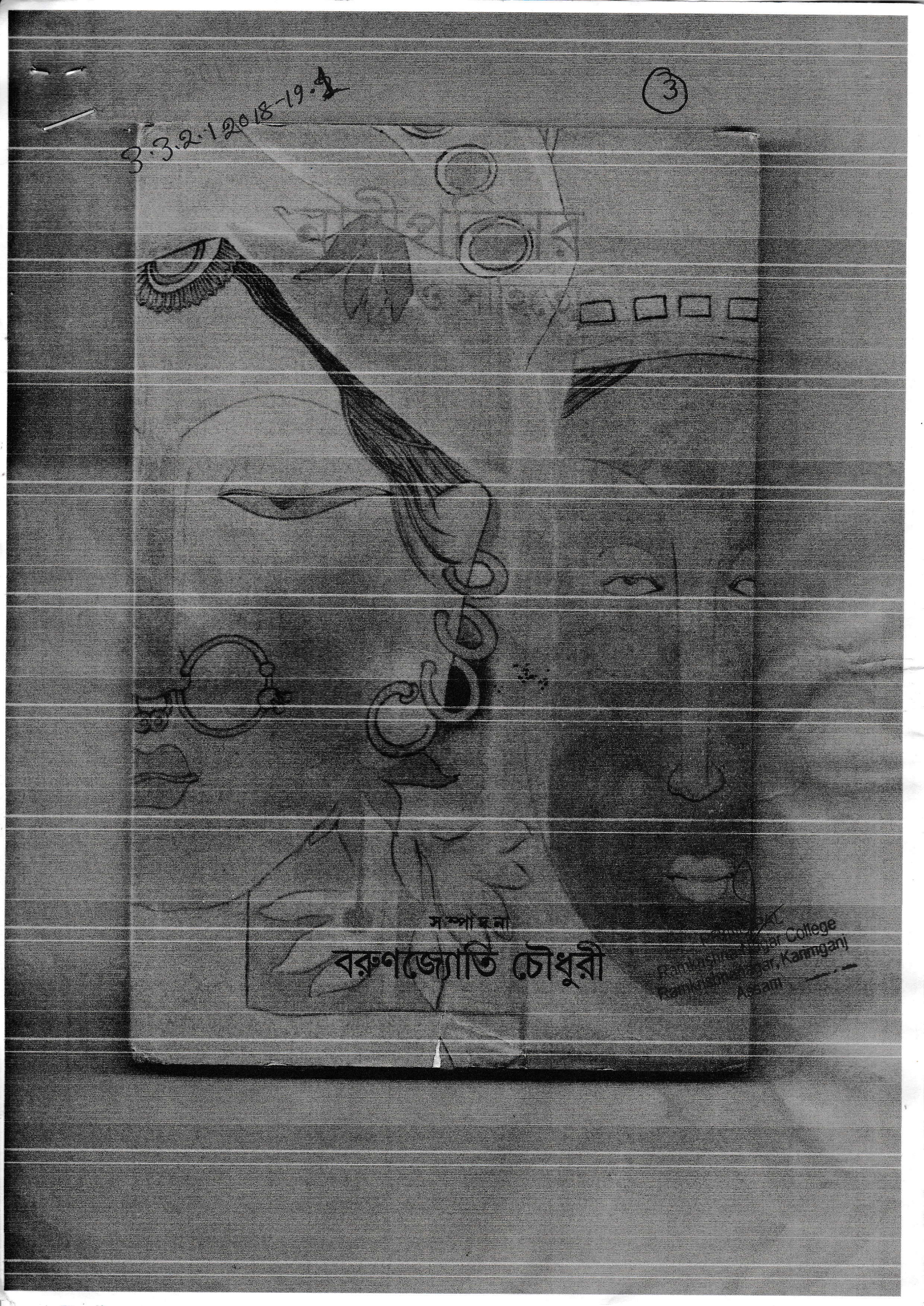

(3)

Principal
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

নারীপরিসর

সমাজে ও সাহিত্যে

স ম্পা দ না

বরুণজ্যোতি চৌধুরী

বাংলা বিভাগ। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

দি সী বুক এজেন্সী। কলকাতা

গতা ছাড়া এই
কর্ণধার জয়ন্ত সী
আমার ঋণের অবধি

চৌধুরী

সূচিপত্র

তপোধীর ভট্টাচার্য ।। 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' : নব্য ইতিহাসতত্ত্বের প্রস্তাবনা ১১

দেবাশিস ভট্টাচার্য ।। মানবী-ধরিত্রীর বিপন্নতা : তত্ত্বে, আখ্যানে ৩২৮

প্রিয়কান্ত নাথ ।। আবুল বাশারের উপন্যাসে অবরোধবাসিনীর আত্মকথা ৩৬

বিনীতা রাণী দাস ।। সমাজ, সময় ও সম্পর্কের বৃত্তে নারী : সমস্যা, সংকট ও উত্তরণ
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'হেমন্তের পাখি' ৪৭

রমাকান্ত দাস ।। পণপ্রথা বিরোধী ভারতীয় দন্ডবিধি আইন : প্রেক্ষিত লিঙ্গবৈষম্য ৫৯

বুবুল শর্মা ।। লোক সংস্কৃতির দর্পণে সূর্যব্রত : বরাক উপত্যকার শিলডুবি গ্রান্ট ৬৫

সীমা ঘোষ ।। যে সংবাদ মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু প্রতিকার খোঁজে নিরন্তর ৭৬

শান্তনু সরকার ।। নারীর গৃহশ্রম ও মজুরী : মার্ক্সবাদী বিতর্কের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ৯৮

মেঘমালা দে ।। ইরম শর্মিলা : আমাদের ঘুমঘোর ও পারুলবোনের একটি যুগ ৯৫

রূপরাজ ভট্টাচার্য ।। নারীর প্রত্ন-অস্তিত্বের আর্ত-কথামালা ১০১

অশোক দাস ।। নারীর প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের নারী : আমার জীবন ১১৩

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ।। নারীশিক্ষা আন্দোলন ও উনিশ শতকের বঙ্গদেশ : 'স্ত্রীশিক্ষা' ১২৩

রামী চক্রবর্তী ।। ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস : নারীর প্রচ্ছন্ন যুদ্ধকথা? ১৩৩

উত্তম রায় ।। নারীর আবদ্ধ আকাশ : মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা ১৪৪

রামকৃষ্ণ ঘোষ ।। লিঙ্গ-বৈষম্য ও নারীবাদ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' ১৪৯

মমতাজ বেগম বড়ভূঁইয়া ।। নারীর অন্তর্বেদনের কোলাজ : তসলিমার শিল্পিত ভুবন ১৫৩

বিষ্ণুচন্দ্র দে ।। তসলিমা নাসরিনের কবিতায় নারীপরিসর ১৬৭

রূপা ভট্টাচার্য ।। মল্লিকা সেনগুপ্ত, নারী কবিতার ভুবন ১৭৯

মমতা চক্রবর্তী ।। ড. ইন্দিরা গোস্বামীর ''নীলকণ্ঠী ব্রজ' উপন্যাসে নারী ১৮৬

ইন্দিরা ভট্টাচার্য ।। লিঙ্গরাজনীতি ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস ১৯১

মধু মিত্র ।। লিঙ্গ নির্মাণ, পুরুষতন্ত্র এবং বাঙালি রমণীর যৌনতা : উনিশ শতকের দর্পণে ২০০

অনামিকা চক্রবর্তী এবং মানস কুমার চক্রবর্তী ।। ড. মামণি রায়ছম গোস্বামীর 'আধা লেখা
দস্তাবেজ' ও সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি : জীবন স্থাপত্যের নির্মাণ ২১৩

তৃপ্তি পাল চৌধুরী।। ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ, শিলচর শাখা : শৈশব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ২১৯

ফারজানা সিদ্দিকা ।। নারীর জীবিকা : সৃষ্টিশীলতার দ্বন্দ্ব ২২৩

বাপিচন্দ্র দাস ।। গ্রামপঞ্চায়েত নারী জন প্রতিনিধি : পুরুষতন্ত্রের প্রহরী ২৩৭

প্রান্তিকা নাথ ।। সুলেখা সান্যালের ছোটগল্প ও সামাজিক অসাম্য ২৪১

সুরজিৎ পাল ।। নারী প্রগতিতে নারী সংস্থা : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা ২৪৪

পর্শীয়া রায় ।। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ২৪৮

অনুপম সরকার।। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ও বাঙালি মুসলিম নারী বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণে ২৫৮

অমৃতা সিকিদার ।। লিঙ্গ-বৈষম্যে জর্জরিত নিঃসঙ্গ নারী : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটোগল্প ২৬৬

তাপস কয়াল ।। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' : নারীর অন্তর্দহনে প্রতিরোধের প্রত্যয় ২৭৭

অনন্যা বাগচী ।। নারীচেতনাবাদী তত্ত্বের আলোকে রাধিকাসুন্দরী ও মানুষ মানুষ ২৮৩

লেখক পরিচিতি ২৮৮

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

ন্তু তসলিমা সেদিক
র দিক থেকে অনেকটা
কে যেন মানুষের পর্যায়ে
সমস্ত আভা দিয়ে পুরুষের
নি। তাঁর কথায় বার বার
উপশম দেয় আশার চন্দন
ত পারেন।

নাসরিন কবিতা সমগ্র, আনন্দ
- ৩৪
র কবিতা', তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮২
। পাঠ', পুস্তক বিপণি, ২৭-
- ৮২
মিকা।
পৃষ্ঠা - ৩০
তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮

তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৩
দব, পৃষ্ঠা - ১১৮

পৃষ্ঠা - ১৫৭

ভেলা', তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৯
ব মেপে', তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৫
', তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৮
প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৯, প্রথম

ব মেপে', তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৮

রূপা ভট্টাচার্য

মল্লিকা সেনগুপ্ত, নারী কবিতার ভুবন

'সময়ের কিনারা থেকে সময়ের দূরতর অন্তঃস্থলে সত্য আছে, ভালো আছে, তবুও সত্যের আবিষ্কারে', মল্লিকা সেনগুপ্তের বহুমাত্রিক কাব্যপরিমণ্ডল পরিক্রমা করতে গিয়ে জীবনানন্দের বহুস্বরিক বাচন মনে এল, জীবন ও কবিতা একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ। এই ধারণাকে প্রণিধান যোগ্য করে যদি এগিয়ে যাই, তখন দেখি বাংলা সাহিত্যে নারী কবিদের সংখ্যা খুবই কম। সত্যি কথা বলতে কি, নারী কবিদের রচনা যে উল্লেখযোগ্য এই ধারণাটিই তৈরি হয়নি; আমাদের দেশে মেয়েদের লেখালেখি নিয়ে আগ্রহ তো একেবারে হাল আমলের কথা। কিন্তু আমাদের পড়া তো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই একটা নির্মাণ। এই সত্য আমরা আগে ততটা বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছি পুরুষের চোখ দিয়ে যেসব কবিতার ভাষা ও ভাবনা ব্যক্ত হচ্ছে, তাতে যারা নারী তাদেরও জীবন সমানভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। নারীর ভাবনার যে আলাদা একটা পরিসর আছে এটা নিয়ে সচেতনতা তখনই এল, যখন প্রতীচ্যে নারীচেতনাবাদী ভাবনা দিনদিন জোরালো হয়ে উঠল। তবে আমাদের দেশে তা পৌঁছেছে অনেক দেরিতে। বলা ভালো আমাদের বিদ্যায়তনিক পাঠে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা এতটাই নির্লজ্জ ভাবে প্রখর যে সেখানে মেয়েদের কবিতার আলাদা পরিসর কখনও স্বীকৃতি পায় না। অথচ আমাদের বাংলা সাহিত্যে রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, কেতকী কুশারী ডাইসন, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, দেবারতি মিত্র : এরা ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের আগেই নিজেদের আলাদা কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করেছেন। যদিও তাদের বিশ্ববীক্ষা হয়তো নারীচেতনাবাদী নয়, তাদের অবস্থানও যে সর্বত্র সমান মাত্রায় প্রতিফলিত হয়, তাও বলা যায় না; কিন্তু মেয়েদের বয়ান যে তথাকথিত লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষের বয়ান থেকে আলাদা, এই ভাবনাটা কিন্তু তাঁরাই আমাদের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সত্তরের দশকের শেষে বা বলা যায় আশির দশকের গোড়া থেকেই বাংলা কবিতায় নারী কবিদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁরা একটা পাঠান্তর বা পর্বান্তর সূচনা করতে পেরেছেন। এই প্রেক্ষিতে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত বিশেষ করে আমাদের নিবিড় পাঠ দাবি করেন। যদিও তিনি মুখ্যত একজন কবি, তবে তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধের বই যথেষ্ঠ সাড়া জাগিয়েছে! যেমন 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র' ইত্যাদি। এবং এর মধ্যে দেখা যায় যে কবিতায় যা বোঝাতে বা বলতে চাইছেন, তার পরিপূরক হিসেবে এইসব প্রবন্ধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জোরালো

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

ভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আমরা যেভাবে সাহিত্যকে দেখতে অভ্যস্ত, এর বাইরে একটা বিকল্প দৃষ্টিও থাকা সম্ভব, মল্লিকার কবিতা আমাদের সেদিকে অবহিত করে তুলেছে। আর এভাবেই তিনি আমাদের অনেক চিরাচরিত ভাবনার মূলচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' (১৯৮৩)। আমাদের এই সমাজে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত যে লিঙ্গ-বৈষম্যের দ্বারা কন্টাকাকীর্ণ, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভব বা নান্দনিক উপলব্ধি (যা আমাদের) সেটাও কি আশ্চর্যভাবে লিঙ্গ-অভিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেটা মল্লিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' থেকে অন্যান্য কবিতায় পরিক্রমা করলে বোঝা যায় প্রায় প্রতিটি কবিতাই গভীর ভাবে সাংস্কৃতিক রাজনীতি চেতনা সম্পন্ন। পিতৃতান্ত্রিক লৈঙ্গিক প্রতাপ আবহমান কাল ধরে মেয়েদের যে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে, তাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই মল্লিকা যেন কবিতাকে তাঁর যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'র পর প্রকাশিত হয় 'সোহাগ শর্বরী' (১৯৮৫) , 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' (১৯৮৮), 'হাঘরে ও দেবদাসী' (১৯৯১), 'অর্ধেক পৃথবী' (১৯৯৩) , 'মেয়েদের অআকখ' (১৯৯৭), 'কথামানবী' (১৯৯৭), 'আমরা লাস্য আমার লড়াই' (২০০১), 'দেওয়ালির রাত' (২০০১), 'পুরুষকে খোলাচিঠি' (২০০২), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' (২০০৬), এইসব বই এর মধ্য দিয়ে সেসব বয়ানের মুখোমুখি হই আমরা; তার মধ্য দিয়ে একটাই বার্তা উঠে আসে পাঠকের কাছে যে, পুরুষতন্ত্র নারীত্বের যে আঙ্‌রাখা নির্মাণ করেছে চিরকাল, নারীকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, নতুন চেতনা সম্পন্ন কবি তাকে প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন। মেয়েদের উপর পুরুষেরা চাপিয়ে দেয় যে কল্পনার তৈরি একটা প্রতিকৃতি এক আদর্শায়িত প্রতিমা, অনেক সজ্জিত প্রসাধন, তার আড়ালে লৈঙ্গিক প্রতাপের যে বিকার, তার কুশ্রীতা জান্তবতা কীভাবে উপস্থিত সেদিকে তর্জনি সংকেত করেছেন মল্লিকা। মল্লিকা কখনও বিষয়ীকে বড় করে তুলতে চাননি। তাঁর কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের প্রত্যাখ্যান, শুদ্ধ কবিতার নামে অনেক সময় মেয়েদের একটি স্পর্শভীরু জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের আসল পরিচয় ও অবস্থানগত সত্য তো এই যে তারা নৈঃশব্দ্য দ্বারা লাঞ্ছিত। তাদের নারীপরিসর কখনই চোখে ধরা পড়ে না। এটাকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন মল্লিকা। তিনি বিষয়টাকেই বড় করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি কবিতার সূক্ষ্মতা ও গভীরতাকে অব্যাহত রেখেই বিষয়-প্রাধান্যকে মান্যতা দিয়েছেন। আসলে তিনি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। তিনি লৈঙ্গিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। তিনি যে নারীপরিসরের কথা ভাবেন তা বহুস্বরিক। তা যতটা সামাজিক, ততটাই রাজনৈতিক, যতটা সাংস্কৃতিক, ততটাই মনস্তাত্ত্বিক। পুরুষতন্ত্র মেয়েদের অভিজ্ঞানটাকেও দখল করে নিতে চেয়েছে। আর তাই মেয়েদের পরিসর অন্ধকার কৃষ্ণবিবরে আচ্ছন্ন। পারাপারহীন যে এক নৈঃশব্দ্য জাগিয়ে রেখেছে নারী-পরিসরকে, তা-ই মন্থন করে মল্লিকা সেনগুপ্তের আবির্ভাব। আধুনিকতাবাদ যে ব্যক্তি-অতিযায়ী সমষ্টিচেতনার মধ্য দিয়ে নারী-পাঠকৃতিকে এক উত্তরণের দিশা দেখিয়েছেন।

PRINCIPAL
...a Nagar College
...shnanagar, Karimganj
Assam

"আমার কবিতা গ্রামীণ পটচিত্রের মতো মানুষ আর মেয়ে
মানুষের ছবির কথা লিখতে চেয়েছে। কথামানবীর মতোই
ইতিহাসের ছাই ও ভস্মের মধ্যে নারী নামক তো আগুন চাপা
পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন।
আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই,
লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি।"

এই আগুনের আত্মকথন ও ইতিহাসের ভস্মস্তূপ থেকে পূর্বমাতৃকাদের দহনকথা সঙ্গে নিয়ে নিষ্ক্রমণ তো অতুলনীয়। তবে তার আগে তিনি কষাঘাত করতে চেয়েছেন পঞ্চাশের এই কুযুক্তিশৃঙ্খলকে যেমন, 'তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'। এই ব্যক্তিগত পবিত্রতার অন্তরালে রয়েছে নিপীড়নের ইতিহাস, নারী-নিগ্রহ। এই চূড়ান্ত যন্ত্রণাজনক সত্যটাকে ভাঙতে চেয়েছেন মল্লিকা। 'কথামানবী'তেও ফুটে উঠেছে এর সর্বাত্মক বিনির্মাণের ঘোষণা।

"কথামানবী সেই নারী যে যুগান্তরের অপমান আর অবহেলার পরেও ভালবাসতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, যে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে আসে দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা রাজিয়া, মাধবী, মেধা পাটেকার, মালতী, মুদি, শাহবানু বা খনার মধ্য দিয়ে, যে হেঁটে চলে যুগ থেকে যুগান্তর মিশে থাকে প্রতিটি ভারত-কন্যার রক্তে, যে ইতিহাস এবং অনাগত, একক এবং সহস্র, অশ্রু এবং আগুন; যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় সে নিজেও জানে না।"

মানুষের অসম্পূর্ণ ইতিহাসকে পূর্ণতার দিকে সঞ্চারিত করাই কবির প্রকৃত অভিপ্রায়। মল্লিকার কথামানবীর সুরেই জেগে উঠেছিল।

"ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনও দিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ। সুয়োরাণি, দুয়োরাণি, আর ঘুঁটেকুড়ানি। একবার, শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমি কথামানবী হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রাজিয়া। দিল্লীশ্বরী। আঃ তারপর লোকজনের কী অশান্তি! একটা খুবসুরত জেনানা একা একা দিল্লীর মসনদে বসে থাকবে, দিল্লীর মরদের কাউকে বিয়ে না করে বাদশাহী চালিয়ে যাবে। এও কী সম্ভব! তাবড় তাবড় পুরুষেরা এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড মেনে নেবে! নাঃ মেনে নেয়নি। মেনে নিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হয়েছে। পঞ্চায়েতে মেয়েদের আনাগোনা হচ্ছে। কিন্তু মহিলা বিল ফিরিয়ে দিলেন রাজনীতির পুরুষ পুঙ্গবেরা। মেয়েরা সম্মানে সামনে শাসন ক্ষমতা হাতে নেবে, এই দৃশ্য দেখার চেয়ে তারা মরে যাবেন সেও ভি আচ্ছা। মেয়েদের আটকাতে হবে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন অমুক প্রসাদ যাদবের দল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে, যেমন চলছিল আমার রাজিয়া জন্ম ... ।"

তাই বলা যায় একটি বিকল্প বয়ানের প্রস্তুতি কবিতার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত।

সুবোধ সরকারের সঙ্গে বিয়ের পর প্রকাশিত হয় 'সোহাগ শর্বরী'। মল্লিকার কবিতার ভুবন পরিক্রমা করে এই বইটিকে মল্লিকার জলবিভাজন রেখা বলা যেতে পারে। এখানে

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

শরীরকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মন্থন করে একদিকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক যে দ্বিরালাপের গ্রন্থনা তৈরি করে, তার সফল উপস্থাপনা এই সংকলনে লক্ষ করা যায়—

'শত শরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও
অগ্নিদেবতা— আমার প্রথম স্বামী ছিল সোম
দ্বিতীয় দেবতা না, গন্ধর্ব, তৃতীয় অগ্নি
তুমি, যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।'
(অগ্নি প্রদক্ষিণ)

ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করে নারীর নিজস্ব কবিতার ভুবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নারীর ব্যতিক্রমী বয়ানকে নান্দনিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মল্লিকা।

"যে রাত কাটালে প্রণাম জানাও তাকে হে রমণী / বন্দনা করো
পুরুষের, বলো আমিই পৃথিবী / তুমি .... / আর সাক্ষি রইল
ওখানে কামুক, / এই মাটি ঘাস মেট্রোপলিস সব আমাদের।"
(সহবাস)

তারপর 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' এর দিকে দৃষ্টি ফেরালে সূক্ষ্ম কাব্যভাষার, ব্যাপকতর পরিধি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এই সংকলনটি বহুমাত্রিক বলা যায়। নারীর জৈবিক অভিজ্ঞান কীভাবে কবিতায় চিহ্নায়ন প্রকরণ হয়ে উঠেছে তা জোরালো ভাবে লক্ষ করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সংকলনে তা হল, মল্লিকার প্রবণতা ঋজু ও সহজ হয়ে ওঠার দিকে। লৈঙ্গিক অবস্থান নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে যখন 'জলের মাছ' কবিতায় লেখেন,

"শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে আমি কার আঙুলে নির্ভর করব বলো
/ জলের তছনছ আমূল কোলাহল, শরীর নিয়ে আমি উঠে
এলাম ...."

আবার 'সম্রাজ্ঞীর প্রেম' কবিতায় যখন তিনি বলেন,

"আমার যত রূপ বিড়ম্বনা শুধু, শরীর ক্ষয়ে গেল,
মাটির কান্নায়, প্রেমের মধুটুকু পিঁপড়ে খেয়ে নেয়।'

তাই বলা যায়, পাঠকৃতি ক্রমশ মল্লিকার হাত ধরেই যেন লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার ধারণাকে চমৎকার করে দিচ্ছে। 'মা-ভূমি' নামক কবিতাটি নারীপাঠকৃতির একটা চমৎকার শিল্পিত নিদর্শন। যেখানে মেয়েদের সম্পূর্ণ নিজস্ব শারীরিক অভিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে।

"আঠাশ দিনের মাথায় আমার
রক্তকলস পূর্ণতা পায়
আঠাশ দিনের মাথায় গাছের
ডগায় ফুটছে রুদ্রপলাশ
এখন আমার সানুদেশ জুড়ে

PRINCIPAL
Krishna Nagar College
Krishnanagar, Karimganj
Assam

কুয়াশা জমছে নীরক্ত শ্বেত
রক্ত নামছে ঊষর মাটিতে
মাভূমি গুল্মগর্ভা হবেন।'

আর এখানেই যেন নারীসত্তা ও তার নির্মাণ-এর দিকটি লক্ষ করা যায় তো অন্যদিকে ব্যক্তি-নারীর বাইরে গিয়ে সমষ্টি নারীচেতনার দিকটিও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। যেমন, 'আগুন বাহক' কবিতাটিতে রয়েছে,

''সুপুরুষ এসেছিল, আসেনি নারীরা
আমি সিন্ধুর মেয়ে, মাটি জল ঘাসে
মথিত নক্ষত্র আমি, যোদ্ধা ও মানুষ
কালো মেয়েদের পায়ে তামার গগন
এত দীপ্যমান চোখে ঘোড়সওয়ারেরা
গর্ভে অগ্নি ঢেলে দিল, জন্মাল কার্তিক
শুধু বীর যোদ্ধা নন, রক্তের মিশ্রণ
আমার সন্তান স্বামী সহোদর এরা
আমারই গর্ভে হল নদীমাতৃক।'

এটাকেই বলা যায় ইতিহাসের নারীচেতনাবাদী পাঠ। যে-ইতিহাস প্রচলিত ধারায় ছিল 'হিজ স্টোরি', তাকেই এক নব আঙ্গিকে রূপান্তরিত করলেন মল্লিকা। 'হার স্টোরি'তে। 'কন্যা', 'স্বয়ংবরা মাটি', 'তস্কর পালাল', 'বাতাসের ছেলে' ও 'অশ্বমেধ' ইত্যাদি পাঠকৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষের বহুমাত্রিক বৌদ্ধিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বলাই বাহুল্য, আটপৌরে বাংলা ভাষাতেও মল্লিকা মন্দাক্রান্তা ছন্দের সাবলীল ও লাবণ্যময় সংযোগ ঘটিয়েছেন। মেয়েলি বাচনের আরও নিদর্শন চিরে চিরে ব্যাপ্ত হয় এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে, 'ভাসুরের কাছাকাছি এলোচুলে থাকি না, কখনও/খোঁপায় জড়িয়ে নেব লাল ফিতে।' যৌন সম্পর্কজনিত শারীরিক অভিজ্ঞতার খুব সাহসী ও অকপট অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে তাঁর 'জম্বু দ্বীপের চাঁদ' ও 'স্বামীর কালো হাত' কবিতাদ্বয়ের মধ্যে। যা আমাদের শুচিতামনস্ক পাঠাভ্যাসের অচলায়তনে এক বিশাল বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে।

'হাঘরে ও দেবদাসী' কাব্য সংকলনে তাঁর বাচন আরও শানিত হয়েছে। কাব্যিকতার নানা উপকরণ তিনি যোগ করেছেন। বলা ভালো আটপৌরে গদ্যের ভঙ্গিটিকে তিনি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। প্রান্তিক নারীর তথাকথিত ইতিহাস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'আম্রপালী' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়।

''আম্রপালী পালিয়ে যায়, পেছনে তার সমাজ তাড়া করে
আম্রপালী বাঁচতে চায়, সমাজ চায় প্রাণ লোপ হোক।'

এটাকে বলা যেতে পারে ইতিহাসের কৃষ্ণ যবনিকা যা উত্তোলন ও জীবন পুনঃপাঠের জন্য নারীচেতনার ইস্তাহার। তারপর 'অর্ধেক পৃথিবী' সংকলনে রয়েছে 'আপনি বলুন মার্কস' ও

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' এর মতো বহু আলোচিত কবিতা। মল্লিকা চান নারীচেতনাবাদী পাঠ হোক সর্বত্র। যেমন— 'আপনি বলুন মার্কস' এ তিনি লিখেছেন।

"কখনও বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে,
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?'

নিঃসন্দেহে আজকের এই পৃথিবীতে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এই একই ভাবনার গুঞ্জন রয়েছে ফ্রয়েডকে খোলা চিঠিতেও। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দৃষ্টিকটু ভাবেই পুরুষতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত সম্পন্ন। এবং এজন্যই তিনি সরাসরি ফ্রয়েডকে সম্বোধন করেছেন এবং সেখানে যে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণ হচ্ছে না এটাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মহাভারতের কথাবীজ অবলম্বন করে লিখেছেন 'পাণ্ডুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা' কাব্যটি। একই মনোভঙ্গি রয়েছে 'কন্যাবর্ষ' নামক কবিতায়। 'তুতান খামেনের মা' 'দুয়োরাণি' ইত্যাদি কবিতায়ও এই ভাবনার প্রসার ঘটেছে। ব্যক্তিগত ও নৈব্যক্তিক কবিতার দ্বিরালাপকে তিনি সর্বত্রগামী করে তুলতে চেয়েছেন। নারী চেতনাবাদী ভাবনাকে অটুট রেখেই 'ভালবাসা', 'মা', 'ডাইনি', 'বিবাহগাথা', 'রামরাজ্য', 'অস্ত্রপুরুষ' ইত্যাদি কবিতায় উপস্থাপনা-বৈচিত্র্য, ভাষাগত ও বাচনগত বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একুশ শতকে নতুন স্বপ্নে চোখকে রাঙিয়ে প্রকাশ পেল তাঁর কবিতার বই 'মেয়েদের অ আ ক খ'; এক নতুন প্রতিবাদী স্বর, এক নতুন বর্ণবোধ যেন ধ্বনিত হল তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে।

"ধর্মের কল পুরুষ নাড়ে / ধর্ম ছুঁড়ে ভীষণ মারে;
নারীবাদের একুশ শতক / মেয়েরা চায় নিজস্ব হক;
বিবাহ মানে সারাজীবন / ভাঙাগড়ার অবগাহন;
ভালবাসার গুপ্তধন / নবজীবন অন্বেষণ;
যোনি আমার উপনিবেশ / শিব ঠাকুরের আপন দেশ।'

তাছাড়া 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই' ও 'দেওয়ালির রাত' কাব্য সংকলনও একুশ শতকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই বলা যায়, প্রায় দুই শতকের কবিতা চর্চায় মল্লিকা হয়ে উঠেছেন নারীচেতনাবাদী কবিদের মধ্যে অগ্রণী। স্পষ্টতা, ঋজুতা ও প্রত্যক্ষতাই তাঁর অভিজ্ঞান। লিঙ্গ-বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি এক সম্ভাব্য নতুন সত্যের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাঁর প্রায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালবাসা' আমাদের আপ্লুত ও বিষণ্ণ করে, যখন জানি যে কবি মারাত্মক কর্কট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংকলনের বেশ কিছু কবিতায় যদিও পরিচিত ভাবনার বিস্তার ঘটেছে, তবু, সাম্প্রতিক কবিতাগুলিতে স্পষ্টতই পুরোপুরি এক নতুন মল্লিকাকে পাচ্ছি। যার কণ্ঠস্বর জীবনের প্রতি ভালবাসায় স্নিগ্ধ কোমল ও সতৃষ্ণ। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা ও মানবিক কারুণ্য আমাদের মর্মস্পর্শ করে।

ক. ভালবাসা ভালবাসা বাঁচাও আমাকে

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar Coll
Ramkrishnanagar, Karir
Assam

আমাকে জাগিয়ে দাও ঝলমলে জীবনের স্বাদে
মাথাভর্তি চুল দাও, চোখে দাও কটাক্ষ বিদ্যুৎ
আমার আকাশে দাও মেঘ বৃষ্টি আলো।
(আমাকে সাজিয়ে দাও ভালবাসা১)

শিশির তোমার কেন কোনওদিন অসুখ করে না,
রোদ্দুর কখনও বুঝি মন খারাপ হয় না তোমার?
সারস তোমাকে কেউ প্রতারণা করেনি কখনও?
আমিও শিশির হয়ে, রোদ্দুর, সারস হয়ে থেকে যেতে চাই পৃথিবীতে
(আমাকে সাজিয়ে দাও ভালবাসা ২২)

মল্লিকা আজ ইন্দ্রিয়াতীত। তবু দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারছি মল্লিকা অমর। মল্লিকারা বেঁচে আছেন বেঁচে থাকবেন এবং সম্পূর্ণ মানবিক পৃথিবীর প্রত্যাশী অমল হৃদয়ের কাছে আর মানবকেন্দ্রিক নান্দনিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার লড়াইও থাকবে অব্যাহত। সৃষ্টি হবে নব পথ ও পাথেয় তাই 'আগুনের পথে হেঁটে যায় যারা সাহসী / তার পথে বেজে উঠুক পাঞ্চজন্য।

সব মিলিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার ভুবন পরিক্রমণ করে আমরা এসে পৌঁছই সূর্যোদয়ের নুতন পরিসরে। এখানেই মল্লিকার অনন্যতা।

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam